ডায়মণ্ড কমিকস্
DB-311 Rs. 10.00
U.S. $ 6.30
প্রাণ
চাচা চৌধুরী আর হাইজ্যাকার
Rasna
Jungle Fun
2 ফ্রী
ফুললেই রোমাঞ্চ!
Lay's
শুরু শো
DIAMOND COMICS BONANZA
1st Prize
Win a trip to Disneyland
SEE DETAILS OF FREE GIFTS AND PRIZES INSIDE

The heart throb of millions of comic strip lovers, cartoonist Pran was born in a small town, Kasur, now in Pakistan. After completing his M.A. in Pol.Sc. and studying Fine Arts, he started his cartooning career in 1960.from Daily Milap.

During those days foreign comics were being published all over the country. Young Pran created comics having Indian characters and on local themes. His characters CHACHA CHAUDHARY, SABU, SHRIMATIJI, PINKI, BILLOO and RAMAN have become phenomenal success one after the other.

Winner of the People of the Year Award 1995, instituted by Limca Book of Records, his two episodes of CHACHA CHAUDHARY series have been acquired by International Museum of Cartoon Art, USA. In 1983 Prime Minister Mrs. Indira Gandhi released his comic book, 'Raman - United We Stand.'

The reason for the popularity of Pran's characters is that they present simple and straight humour which directly tickles the laughter nerve of the reader.

Publisher

চার-ছয়

পিচ ভালই!

আকাশও পরিষ্কার! কাল দুই দেশের মধ্যে ওয়ান ডে ক্রিকেট ম্যাচ হতে পারবে।

POLICE
পুলিশ?
হয়তো কালকের ম্যাচের জন্য সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে এসেছে।

আমাদের ফোন করে কেউ খবর দিয়েছে যে, দর্শক গ্যালারীতে পাওয়ারফুল বোম রাখা আছে! তাই, যতক্ষন না পুরো গ্যালারীর চেকিং হচ্ছে, ক্রিকেট ম্যাচ হতে পারবে না!
?!

যাও... প্রতিটা কোন খুঁজে দেখ! লোকেদের জীবন-মরনের প্রশ্ন এটা!

কয়েক ঘন্টা পরে—
স্যার! কোথাও কোন বোম পাওয়া যায়নি।
হয়তো কেউ ফোন করে ঠাট্টা করেছে। ফিরে চল!

স্যার! যদি সত্যি-সত্যিই বোম ফাটে, তো?
সবার চাকরী ধরে টানাটানি হবে!
আমার মনে হয়, একবার চাচা চৌধুরীকে দিয়ে ষ্টেডিয়ামের তল্লাশী নেওয়া উচিত!

আমরা খবর পেয়েছিলাম যে, ক্রিকেট মাঠে বোম রাখা আছে। আমরা মাঠের প্রতিটা কোনা খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও বোম পাইনি। এবার আপনিও একবার দয়া করে তল্লাশী করে নিন, যাতে পুরো নিশ্চিত হওয়া যায়।

চাচাজী! আপনি ট্রাক ক্রিকেট মাঠের দিকে কেন ঘুরিয়ে দিলেন? ম্যাচ তো কাল!

সাবু! ওখানে আমাদের বোমা খুঁজতে হবে! কোন উগ্রবাদী সংগঠন আতংক ছড়াতে চাইছে।

ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম এসে গেছে! সাবু...তুমি ওদিকে খোঁজ, আমি এদিকটা দেখছি!

একটু পরে—
একটা জুতো!

চল, যাই!

নিন, ইন্সপেক্টর সাহেব! ওখানে আমরা এটা পেয়েছি!
একটা ছেঁড়া-পুরোন জুতো?

চাচাজী! আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?

এটাকে আমি বাইরে ফেলে দিচ্ছি!

কড়ড়ড়বমম!

ওটা জুতো ছিল না, বোমা ছিল। যেটা কোন উগ্রবাদী সংগঠন রেখেছিল, যাতে কারও সন্দেহ না হয়।*
* চাচা চৌধুরীর মগজ কম্প্যুটারের চেয়েও প্রখর।

চাচা চৌধুরী আর হাই-জ্যাকার

গিন্নী! কাল থেকে আমরা ধোবাকে দিয়ে কাপড় কাচাব!

শহরের একটা এলাকায় —
জেলের সিকিউরিটি প্রচণ্ড কড়া করে দেওয়া হয়েছে!
সেন্ট্রাল জেল
ইন্টারন্যাশনাল উগ্রবাদী গোলন এই জেলে বন্দী হয়ে রয়েছে।

গোলেন নিজের কুঠুরীতে —
হাবিলদার! একটা সিগারেট দাও! তার বদলে আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দেব।

ভুলে যেও না যে, এটা জেল...তোমার বাড়ীর বৈঠকখানা নয়!

হো!হো!! তুমি আমাকে এই কুঠুরীতে বেশী দিন রাখতে পারবে না।

যাত্রীভরা উড়োজাহাজ আকাশে উড়ছে —
আমরা ঠিক সময়ে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছে যাব।

তখনই
কেউ নিজের জায়গা থেকে নড়বে না! আমরা এই প্লেনকে হাইজ্যাক করছি!
ওহো হ!

ক্যাপ্টেন! প্লেন ঘোরাও আর আমি যেদিকে বলছি, সেদিকে নিয়ে চল!

প্লেনে পেট্রোল বেশী নেই! আমাদের দমদম বিমানবন্দরে নামতেই হবে!
ঠিক আছে! কিন্তু কোন চালাকি করবে না!

যাত্রীভরা প্লেন দমদম বিমানবন্দরে নামল।

হোম মিনিষ্টার—
মন্ত্রী মশায়! প্লেনের যাত্রীদের প্রান এখন আমাদের হাতে।
কি চাও তোমরা?
আমাদের নেতা গোলনের মুক্তি! তার বদলে আমরা সমস্ত যাত্রীদের ছেড়ে দেব। আপনাকে দু ঘন্টার ভেতরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে!

অসম্ভব! তোমরা সরকারকে ব্ল্যাকমেল করতে পার না!

প্লেনের ভেতরে–
এনার হার্ট-এ্যাটাক হয়েছে! এনার এখুনি মেডিক্যাল সাহায্য দরকার!
ওহো হ!

চাচা চৌধুরী! আপনি ডাক্তার নিয়ে এসে ভালই করেছেন। হাই-জ্যাকার্সরা প্লেনের ভেতরে একজন ডাক্তারকে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে!

আমি সঙ্গে করে একজন কম্পাউণ্ডারও এনেছি!

এসো, যাই! রোগীকে দেখতে হবে!

ঐ লম্বু কেন এসেছে? রোগী দেখার জন্য আমরা কেবল-মাত্র একজন ডাক্তারকে ঢোকার অনুমতি দিয়েছিলাম

ডাক্তারকে সাহায্য করার জন্য কম্পাউণ্ডার তো আসবেই।

না! ওকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দাও।

ওহো হ!

ছুঁচোর দল! তোদের এত বড় সাহস!
ধড়াক্ কা!
ওহো হ!

নাও... সামলাও এই গিরগিটি-দের!

চল!

আমি আপনাকে ওষুধ দিয়ে দিয়েছি। এখন কেমন লাগছে!
ভাল!

খুব জোর বেঁচে গেছি!
সত্যি!

গোলন! তোমার একাকীত্ব দূর করার জন্য এক উপহার এনেছি... তোমার দু জন সাথী!

সহজ্ঞান

টিকিট

একটা ট্রলি এইমাত্র রওনা হয়েছে। আপনি পরেরটায় যেতে পারবেন।

ধুপ্প্ প্!

ওহো হ! ওটাকে আমি ধরে ফেলেছি!

বেঁচে গেছি!

ছুড়োর দৃশ্যটা কত মনোরম!

শহরে ডাকু গঙ্গজান।
শেঠ! শুনেছি এবার তোমার ভালো আমদানী হয়েছে?
তো??
ওটা থেকে পাঁচ কোটি টাকা আমাকে দিয়ে দাও, নয়তো আজই তোমার জীবনের শেষ দিন হবে।

আমি এখুনি পুলিশে রিপোর্ট করছি।

কিচ্ছু হবে না! আজ শহরের সব পুলিশ ভি. আই. পি. সিকিউরিটিতে ব্যস্ত হয়ে আছে।

এখন তো আমাকে একমাত্র একজনই বাঁচাতে পারে!

চাচা চৌধুরী! ডাকু গঙ্গারাম আমাকে ধমকী দিয়েছে যে, ওকে পাঁচ কোটি টাকা না দিলে ও আমাকে বাড়ীর বাইরে পা রাখামাত্র গুলি করে শেষ করে দেবে!
ও তোমার গায়ে 'ফুঁ'-ও দিতে পারবে না!

শেঠকে শিক্ষা দিতে হবে!

শেঠ! তুমি তো দেখছি বাইরেই বসে আছ!? তোমার বাড়ি থেকে বেরোনোর জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হল না।

কিন্তু একটা কথা বল.... তোমার কি এই ভয় করল না যে, আমি তোমাকে দেখামাত্র গুলি করে দেব?
না!

কি?? লোকেদের বিরক্ত করছিস তুই?

??!

বুদ্ধি বড়, না বল?

গালো! তোমার শরীরের মাংসপেশী অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

সারা! আমি হচ্ছি শক্তির পূজারী! শক্তির সামনে গোটা পৃথিবী মাথা ঝোঁকায়!

এই যে ভাই সুলতান! বলতো শক্তি বড়, না বুদ্ধি?
শক্তি!

ঠাঁয়!
যার কাছে শক্তি থাকে, সে গোটা পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করে!

তুমি ঠিকই বলেছ! এগোন যাক!

চাচা চৌধুরী! শক্তি বড়, না বুদ্ধি?
বুদ্ধি!

যেখানে শক্তি কাজ করে না, সেখানে বুদ্ধি সফল হয়!

এটা তোমাকে আমার সাথীকে বিশ্বাস করাতে হবে। এসো আমার সঙ্গে!

হ্যালো! এই লোকটা বলছে যে, বুদ্ধি বড়!

তোমাকে শক্তির প্রাধান্য মেনে নিতে হবে!
না! গুরুজনেরা বলে গেছেন যে, শক্তির থেকে বুদ্ধি অনেক বড় জিনিষ!

সেটা এখুনি প্রমাণ হয়ে যাবে! ঐ মোষটাকে এর পেছনে ছেড়ে দাও!

হো! হো!! দেখ, ও কেমন পালাচ্ছে!
গরর রর

ওহোহ! বেঁচে গেছি!

ধড়াকক্!

তুমি শক্তিশালী হতে চাও? তবে, এই গাজর খাও! এতে ভিটামিন আর প্রোটিন থাকে!

?!
গর
র র
র!

ওহোহ! মোষটা আমাকে গুঁতোতে আসছে!
পালাও!
গরর্র্!

ধড়াক্ক্!
আউ উঁ!
থড়ড়ড়ড়!

ঐ মোষটা গাজর খেতে চাইছিল! তোমার মগজে বুদ্ধি থাকলে তুমি ওটা ফেলে দিতে আর চোট পেতে না!
হায় য়!

চাচা চৌধুরীর টি.ভি.

আমাদের খারাপ টি.ভি. ঠিক করে দেবার জন্য মেকানিক এসে গেছে।

ভাই! ওটা সারাতে কত পয়সা লাগবে?

ঠিক আছে! আপনি পঞ্চাশ টাকাই দেবেন!
এবার ঠিক বলেছ!

এই নাও...পঞ্চাশ টাকা।

আরেরর! তুমি তো টি.ভি. ঠিক না করেই চলে যাচ্ছ?
আপনার টি.ভি. এত পুরোন যে, ওটা আর ঠিক হবে না!
আর ঐ পঞ্চাশ টাকা?
ওটা আমার কনসালটেন্সী ফী!

গিন্নী! এবার একটা নতুন টি.ভি. না কিনলেই নয়।
?

ঠিক আছে...এই নাও তিরিশ হাজার টাকা। নতুন টি.ভি. কিনে আনো!

VOTE
আট্‌টি! ঐ লোকটার কাছে নগদ তিরিশ হাজার টাকা আছে!
অজা! তুই কি করে জানলি?

আমরা যখন ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি ওর পত্নীকে এই টাকাটা নতুন টি.ভি. কেনার জন্য ওকে দিতে দেখেছি।
তাহলে আমরা ওর টাকা হাতিয়ে নেব!

GARMENTS
এই স্যুটটা আমরা ওর পোশাকের সঙ্গে বদলে নেব!
ওর পোশাকের সঙ্গে-সঙ্গে তিরিশ হাজার টাকাও আমাদের কাছে চলে আসবে।

স্যার! কোথায় চললেন?
নতুন টি.ভি. কিনতে!
এই পুরোন পোশাক পরে?

আমি সর্বদা এই পোশাকই পরি!

আমরা আপনার পুরোন জামা, ওয়েস্ট কোট আর প্যান্টের বদলে এই নতুন স্যুটটা দিতে পারি আপনাকে
রাজী আছি!
পোশাক খুলুন!

এবার এগুলো তোমরা নিতে পার!

নতুন স্যুট পরে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?
হীরোর মত!

বায়!

তিরিশ হাজার টাকা নিশ্চয়ই পকেটে হবে!
বের কর!

অ্যাঁ?? সব পকেট খালি!

আমাদের পাঁচ হাজার টাকার নতুন স্যুটটাও চলে গেল!

দাঁড়াও!
যে টাকা দিয়ে তুমি টি.ভি. কিনতে যাচ্ছিলে, সেটা কোথায়?

এখানে.. পাগড়ীর নীচে!

TV
দোকান এসে গেছে!

পিন্টু

চাচাজী! এই পুকুরটা কত পুরোন হবে?

হাজার-হাজার বছর! এটা অত্যন্ত গভীর আর এর জল নির্মল!

শুধু তাই নয়, আশ-পাশের গাছপালাতেও এই পুকুরের জল যায়!

এখানে এই ঘাসের ওপর বসে একটু বিশ্রাম করে নিই!

পিন্টু! কার জন্য অপেক্ষা করছ?
কলে জল আসার!

বাড়ীতে জল নেই আর মা বলছেন, স্নান না করলে উনি আমাকে জলখাবার দেবেন না। অদ্ভুত সমস্যা!

চল পুকুরে গিয়ে স্নান করে নিই! তাহলে জলখাবার খেতে পাবে!
ঠিক আছে!

এই চললাম আমি জলের মধ্যে!

সত্যিই পুকুরে স্নান করার মজাই আলাদা!

গরর ড়ড়ড়!
ওহো হ!

বাঁচাও! কুমীর!!!

ও পিন্টুকে গিলে খেয়ে নেবে।
সাবু! তোমার ওখানে পৌঁছবার আগেই কুমীর ছেলেটার ওপর হামলা না করে বসে।

এই ভারী পাথরটা হয়তো কাজে আসবে!

গরর
উড়!!
বাঁচাও!

ছপাক্‌ক্!

তুমি এখন সুরক্ষিত!
ধুপ্‌প্!

চল! মা হয়তো খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছেন!

লোদী-বোদী

চাচা চৌধুরী! আমি আপনার সাহায্য চাই! আপনি আমার সঙ্গে ব্যাংকে চলুন!

এখুনি?

হ্যাঁ!

আপনি শুধু বড়লোকদের সাহায্য করেন, গরীবদের নয়!
তা নয়...আমি যে সিকিউরিটি মিটিং-য়ে যাচ্ছি, তার সঙ্গে গোটা দেশের সুরক্ষা জুড়ে রয়েছে! আমার কাছে ধনী-গরীব... সবাই এক!

কিন্তু তুমি এটা বল যে, তোমার কাছে কি এমন জিনিষ আছে, যার জন্য তোমার সুরক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ল?

এই হীরেটা!
এটার দাম তো কয়েক কোটি টাকা! তুমি কি এটা চুরি করেছ?

না! আমি হীরের ক্ষেতে কাজ করি! আমি নিজের জমানো টাকা দিয়ে কিছুটা জমি কিনে অনুসন্ধান শুরু করে দিই!

তখন আমি একদিন হঠাৎ এই হীরে পেয়ে যাই! এটাকে আমি সুরক্ষার জন্য ব্যাংকে জমা করতে চাই!
তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান!

তুমি আমার কুকুর রকেটকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও!
ও কি পারবে?

এর গ্যারান্টী আমি দিচ্ছি!
ঠিক আছে!

বিদায়!
ধন্যবাদ...আমি যাচ্ছি!

দেদী! জান, ঐ মজুরটার হাতে কি আছে?
কি, বোদী?
আমাদের ভাগ্য! কয়েক কোটি টাকার হীরে!

কিন্তু ওর সঙ্গে কুকুরও রয়েছে!
ওকে আমি দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি!
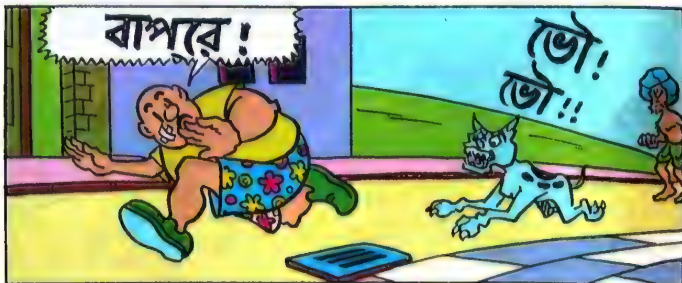
এই সুস্বাদু লাড্ডু ওকে লোভ দেখাবে!
??

ও লাড্ডুর লোভে আমার পেছন-পেছন আসছে!

এই সুযোগ! আমি ওর মাথায় ডাণ্ডা মেরে ওকে অজ্ঞান করে দেব আর দামী হীরেটা নিয়ে কেটে পড়ব!

ওহো হ! ইঁট!!

কুকুরটা সব লাড্ডু খেয়ে নিচ্ছে!

এই সুযোগ!

ভৌ!
ভৌ!!
ওহো হ!

বাপরে!
ভৌ!
ভৌ!!

শেষ পর্যন্ত্য আমি ব্যাংকে সুরক্ষিতভাবে পৌঁছে গেছি!
ব্যাংক

ম্যানেজার বাবু! আপনি কি আমার এই হীরেটা জমা নেবেন?
নিশ্চয়ই!

গয়নার লোভ

মিসেস্ বোস! তোমার গলার চেনটা খুব সুন্দর!

মিসেস্ পাল! এটা আমার স্বামী আমাকে উপহার দিয়েছে! তোমার হাতের চুড়িটাও দামী বলে মনে হচ্ছে!

আমার চুড়ি অত্যন্ত দামী! এটা নিও না।
তোমার প্রাণ এটার চেয়েও দামী!

এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত বাড়ী যাও!

হাডো! কি...কেমন দেখলে?
জাহি! তুমি এসব ধাক্কায় সিদ্ধহস্ত! বোস... যাই!

এই সব গয়না বেচে প্রচুর পয়সা পাব!

হাডো! গাড়ী থামাও... আরেকটা শিকার!

শেঠ! তুমি বড়লোক মনে হচ্ছে... তবুও পায়ে হেঁটে যাচ্ছ?
ডাক্তার হাঁটতে বলেছে!

তাহলে হেঁটে যাবার ঝুঁকিটাও জেনে নাও! তোমার ঐ মূল্যবান হারটা দিয়ে দাও!

হো! হো!!
হা! হা!!
?!

আবার গাড়ী থামাও! ঐ লোকটা হাতে সোনার জিনিষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

এ্যাই! ঐ বালাটা আমাকে দিয়ে দাও!
এটা আমার পত্নীর...!
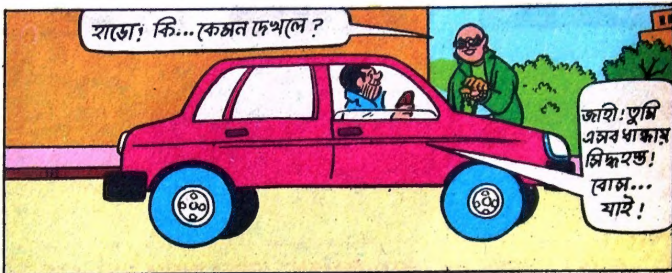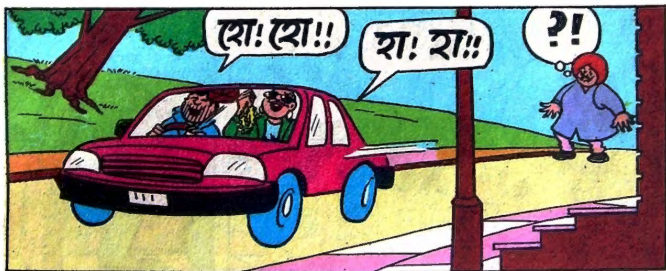
ও যদি জানতে পারে যে, তুমি এটা নিয়ে নিয়েছ, তাহলে তুমি বিপদে পড়ে যাবে!

বাজে বোক না! গুলির মুখোমুখি হবার সাহস কার আছে?

তোর এত বড় সাহস?
ধড়াক্!

মোটী! তুই আমার বৌকে মারলি?

কাকী! পেছনে সরে যান!
র‍্যাট্-ট্যাট্-ট্-ট্!

ছুঁচো! তোর এত বড় সাহস?
সর র রাট্!
আউ উ উ!

পালাও!

কনস্টেবল গোঁতকার হাত এড়িয়ে কোথায় যাবে? আমি তোমাদের দু জনকে গ্রেপ্তার করছি!

একটা কথা বল! মেয়ে হয়েও তুমি মাথা ন্যাড়া কেন করে রেখেছ?
কেন? ছেলেরা যখন মেয়েদের মত লম্বা চুল রাখতে পারে, তখন মেয়েরা মাথা ন্যাড়া কেন করতে পারবে না?
আমার বালা!